৩) প্রয়োজনমত সঠিক মাত্রায় সঠিক স্যালাইন শিরায় দিতে হবে।

৪) মুখের ঘা গুলিতে ঘসে পটাশ-জল দিয়ে ধুয়ে বোরোগ্লিসারিন জাতীয় বা হিমাক্স মলম লাগিয়ে যেতে হবে।

৫) পাতলা পায়খানা থামাবার জন্য লোপেরামাইড, নাইট্রোফুরান — অরনিডাজোল জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬) সহযোগী চিকিৎসা হিসাবে অ্যান্টিহিস্টামিনিক এবং ভিটামিন ইনজেকশন করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ ঃ নিয়ন্ত্রণই পি. পি. আর রোগের সর্বোৎকৃষ্ট ওষুধ। এর জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে —

১) সময়মত কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর নির্দিষ্ট সময় পরে (ছাগল বা ভেড়ার বাচ্চাকে ৩-৪ মাস বয়সের পরে) ছাগল বা ভেড়াকে প্রথমে ৬ মাস বয়সে, পরে ৩ বছর বয়সে এবং সর্বশেষ ৫.৫ বছর বয়সে পি. পি. আর টিসুকালচার ভ্যাকসিন করাতে হবে।

২) আক্রান্ত ছাগল থেকে বাকী ছাগলগুলিকে আলাদা রাখতে হবে। এমনকী ব্যবহৃত বস্তুও আলাদা করে ফেলতে হবে।

৩) মনে রাখতে হবে অসুস্থ, দুর্বল বা কৃমিতে ভোগা শরীর-এ সব ক্ষেত্রে যে কোন রোগ তাড়াতাড়ি আক্রমণ করে। তাই সারাবছর পালিত ছাগল-ভেড়াকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, কৃমিনাশক ও সময়মত ভ্যাকসিনেশন সরবরাহ করলে পি. পি. আর-এর মত প্রাণঘাতী রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

যোগাযোগ ঃ পি. পি. আর সংক্রান্ত তথ্যের জন্য প্রতি জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রাণী স্বাস্থ্য আধিকারিক বা নিকটবর্তী রাজ্য সরকারের প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

লেখক ঃ ডাঃ চিন্ময় মাজি, বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ (প্রাণী স্বাস্থ্য), ডঃ কৌশিক পাল, বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ (প্রাণী বিজ্ঞান),
সম্পাদনায় ঃ ডঃ বাবুলাল টুডু, পরিযোজনা সমন্বয়ক

উত্তর ২৪ পরগণা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার অধিকরণ
পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
পোঃ হরিপুর, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা - ৭৪৩২২৩
দূরভাষ ঃ ০৩২১৬ ২২১৮০৮

ছাগলের পি. পি. আর রোগ
বা
ছাগলের প্লেগ

উত্তর ২৪ পরগণা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
পঃ বঃ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

পি. পি. আর বা ছাগলের প্লেগ প্রধানত ছাগল ও ভেড়ার অতি ভয়ঙ্কর, খুব ছোঁয়াচে একটি রোগ যার ফলে জ্বর, মুখে ঘা, পাতলা রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা, নাকে মোটা সর্দি এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কারণ ঃ পি.পি.আর ভাইরাস দ্বারা এই রোগ হয়। গরুর রিন্ডারপেস্ট বা মানুষের হাম-জাতীয় রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের সাথে এই পি.পি.আর সৃষ্টিকারী ভাইরাসের যথেষ্ট মিল আছে।

মহামারী সংক্রান্ত তথ্য ঃ সাধারণত ভেড়ার থেকে ছাগলের ক্ষেত্রেই পি.পি.আর বেশি করে মহামারী ছড়ায়। পি.পি.আর প্রথম দেখা যায় ১৯৪২ সালে পশ্চিম আফ্রিকায়। প্রথমদিকে এটি পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে এই রোগ আফ্রিকার অন্যান্য অংশে, আরব ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইউরোপের কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে ১৯৮৭ সালে তামিলনাড়ুর একটি ভেড়ার দল থেকে পি.পি.আর প্রথম শনাক্ত হলেও পরে অন্য রাজ্যেও এটি ছড়িয়ে পড়ে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৫ সালে ছাগল ও শুয়োরের ফার্মে পি.পি.আরের আক্রমণ নথিভুক্ত হয়েছে।

প্রায় সব বয়সের ছাগলেরই পুরুষ-স্ত্রী ছাগল নির্বিশেষে এই রোগ হতে পারে। তবে ৪ থেকে ১২ মাস বয়সের ছাগল, এই রোগে বেশি আক্রান্ত প্রবণ। ঋতু পরিবর্তনের সাথে এর কোন উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক না থাকলেও বাচ্চা দেবার সময় থেকে ৩-৪ মাস পর পর্যন্ত এই রোগের সম্ভাবনা বেশী। সাধারণত বেশিরভাগ মহামারী ভারতে মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে হয়। নতুন ছাগলের আমদানী বা ছাগলকে বিক্রি করার জন্য হাটে গিয়ে ঘুরে আসলে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

সংক্রমণের মাধ্যম ঃ আক্রান্ত ছাগল বা ভেড়ার প্রায় সমস্ত রেচিত পদার্থ এবং ক্ষরণের মধ্যেই এই ভাইরাস উপস্থিত, যেমন লালা, নাকের শ্লেষ্মা, চোখের জল বা ছাগলের মল বা নাদি। আক্রান্ত প্রাণীর ছোঁয়া বা ব্যবহৃত বস্তু সামগ্রী থেকেও এই রোগ ছড়াতে পারে। প্রধানত আক্রান্ত প্রাণীর হাঁচি এবং কাশি থেকেই দ্রুতহারে এই রোগ ছড়ায়। আংশিক আক্রান্ত প্রাণী এই রোগের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে অথচ নিজেরা এই রোগে লক্ষণ নাও দেখাতে পারে। গরু এবং শুয়োর সাধারণত এই রোগে আক্রান্ত হলে তা থেকে আর রোগ ছড়ায় না।

রোগের লক্ষণ ঃ সাধারণত দেহে ভাইরাস ঢোকার ২ থেকে ৬ দিনের পর রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। প্রথমদিনে ছাগলের প্রচন্ড জ্বর হয় (প্রায় ১০৬° ফারেনহাইট) যা প্রায় ৪-৫ দিন স্থায়ী হয়। জ্বর আসার ১-২ দিনের মধ্যে প্রথমে মুখ গহ্বরে ঘা হয় যা মুখের ভিতরের সমস্ত শ্লেষ্মা পর্দাতে ছড়িয়ে পড়ে। জিভে, তালু, মূর্ধা, ঠোঁট সব জায়গায় ছোট গোল ভয়ঙ্কর ঘা-এ ভরে যায়। চোখ ও নাক দিয়ে প্রথমে জলের মত, পরে আস্তে আস্তে সাদা বা হলদেটে মোটা, অস্বচ্ছ শ্লেষ্মামিশ্রিত তরল ক্ষরণ হতে থাকে। এই ক্ষরিত বস্তু মাঝে মাঝেই জমে গিয়ে চোখ বা নাক বুজিয়ে দেয়। চোখে ছানি দেখা দিতে পারে। স্ত্রী ছাগলের যোনির চামড়া বা পুং ছাগলের লিঙ্গের চামড়া লালচে হয়ে যেতে পারে। প্রচন্ড লালাক্ষরণ, পাতলা জলের মত রক্ত বা শ্লেষ্মামিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ বা পায়খানা এই রোগের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

শ্বাসকষ্ট, হাঁচি বা কাশি এই রোগে হয়েই থাকে। মুখে ঘা থাকার জন্য আক্রান্ত প্রাণী কিছু খেতে চায় না। এর ফলে কিছু বিপাকীয় সমস্যা যেমন পরে দেখা যায়, ঠিক তেমনি খাবার না খেয়ে দুর্বল হয়ে পরার জন্য অন্যান্য জীবাণুঘটিত রোগ সহজেই আক্রমণ করে। গাভীন ছাগলের ক্ষেত্রে অ্যাবরসন বা বাচ্চা ফেলে দেওয়া দেখা যেতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রচন্ড জ্বর, নাকে-চোখে শ্লেষ্মাক্ষরণ এবং পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানার পরপরই মৃত্যু হয়। বড় প্রাণীর ক্ষেত্রে আক্রান্ত প্রাণী এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়।

রোগের প্রতিকার ঃ যেহেতু এটি ভাইরাসঘটিত রোগ তাই এখনও পর্যন্ত এই রোগের জন্য তেমন কিছু প্রতিকার নেই বললেই চলে। তবে রোগ একবার ধরে গেলে নীচের ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যেতে পারে —

১) অন্য ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ আটকানোর জন্য ক্লোরাম-ফেনিকল (বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নয়), অ্যামক্সিসিলিন, স্ট্রেপটো-পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন বা ওফ্লক্সাসিলিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জাতীয় ওষুধ স্যালাইনের সাথে সরাসরি শিরায় দেওয়াই ভাল।

২) জ্বর কমানোর জন্য ঠান্ডা জল বা বরফ গায়ে মাথায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া মেলোক্সিকাম বা অ্যানালজিন ইনজেক্শন করে জ্বর কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।